প্রথম আলো

তারিখ ..OCT. 15 2006 ... ...
পৃষ্ঠা . ৭ কলাম .. ৪......

ড. ইউনূসের নোবেল জয়ে ইউরোপজুড়ে উচ্ছ্বাস

সরাফ আহমেদ, *হ্যানোভার (জার্মানি)*

ইউরোপে বাংলাদেশকে নিয়ে এতটা উচ্ছ্বাস বোধ হয় ১৯৭১ সালের পর এই প্রথম। গত শুক্রবার নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর ইউরোপের প্রায় সব প্রচারমাধ্যমে এবং শনিবারের সব পত্রিকায় শিরোনাম হয়েছে বাংলাদেশের ড. ইউনূসের নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার খবর।

ইউরোপে বসবাসকারী কয়েক লাখ বাঙালি ড. ইউনূসের নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ায় আনন্দে উদ্বেল। তারা পরস্পরকে ফোন ও ই-মেইল করে এই আনন্দ ভাগাভাগি করে নেন।

নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণার পর থেকেই ইউরোপের প্রায় সব সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম দখল করে রেখেছেন ড. ইউনূস। লন্ডনের *দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ* লিখেছে, 'ব্যাংকার ইজ প্রাইজ উইনার'। পত্রিকাটি লিখেছে বাংলাদেশের এই অর্থনীতিবিদ গ্রামীণ ব্যাংক মডেল উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে লাখ লাখ মানুষের দারিদ্র্য দূর করেছেন। আর বাংলাদেশে যেখানে কোনো কাজই নিয়মমাফিক হয় না বা বিদ্যুৎ উৎপাদন ঠিকমতো চলে না, সেখানে গ্রামীণ ব্যাংকের সবকিছুই ঠিকমতো চলছে।

বার্লিনের *টাগেস স্পিগেল* পত্রিকায় ডেগমায় ডিমারে লিখেছেন, 'মাত্র ২৭ ডলার দিয়ে শুরু করা প্রকল্প আজ শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছে—এ এক বিরল ঘটনা।' তিনি আরও লিখেছেন, দুই বছর আগে জার্মানির বাডেন ভুটেনবার্গ প্রদেশে সরকারের অতিথি হিসেবে এসেছিলেন ড. ইউনূস। সেখানে তার সম্মানে আয়োজিত পার্টিতে আমন্ত্রিত সবাই এসেছিলেন স্যুট-কোট পরে। আর ছোটখাটো কাঁচা-পাকা চুলের ড. ইউনূস তার স্বদেশের ঢিলেঢালা পাজামা আর পাঞ্জাবির সঙ্গে চেক কোট পরে এসেছিলেন। তাতে তাকে একটুও বেমানান লাগেনি।

তুর্কি সংবাদপত্র লিখেছে, লাখ লাখ গরিবে মুখে যে ব্যক্তি হাসি ফুটিয়েছেন, তার নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হওয়া বিশ্বের নিবেদিত মানুষে বিজয় বলে পরিগণিত হবে।

জার্মানির বিখ্যাত *ডের স্পিগেল* বলেছে, গরিব মানুষের জন্য ড. ইউনূসের ক্ষুদ্রঋণ তত্ত্ব সনাতনী ব্যাংক ব্যবসার মূলে আঘাত করেছে। সম্বলহীন দরিদ্র ব্যক্তিরাও যে ঋণ পাওয়ার যোগ্য এবং তা দিয়ে বহু লোক উপকৃত হচ্ছেন, তা তিনি প্রমাণ করেছেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানেরা ড. ইউনূসকে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মারকেল বলেছেন, ড. ইউনূসের আবিষ্কৃত তত্ত্ব দরিদ্র মানুষদের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে পৃথিবীতে উদাহরণ হিসেবে কাজ করবে। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রাঙ্ক ভালটায় স্টাইনমায়ার জানিয়েছেন, নোবেল শান্তি পুরস্কার সঠিক ব্যক্তিকেই দেওয়া হয়েছে, যা বিশ্বে দারিদ্র্যবিমোচন আন্দোলনে আলোর দিশা হিসেবে কাজ করবে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক মানবতার জন্য ক্ষুদ্রঋণকে একটি চমৎকার উদ্ভাবন বলে বর্ণনা করেছেন। স্পেনের রাজা হুয়ান কার্লোস ও রানি সোফিয়া বলেছেন, অনেক আগে থেকেই তারা গ্রামীণ ব্যাংক-তত্ত্বকে সমর্থন করেছেন। এই পুরস্কারপ্রাপ্তি তাদের আনন্দ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন। স্পেন সরকারও অধ্যাপক ইউনূসকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছে, অন্যান্য দরিদ্র দেশেও এই তত্ত্ব দারিদ্র্য দূরীকরণে সাহায্য করবে।

ব্রাসেলসে ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট হোসে ম্যানুয়েল বারাসা জানিয়েছেন, ড. ইউনূস উদ্ভাবিত তত্ত্ব মানুষকে স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে এক অতুলনীয় উদাহরণ।

ইউরোপের দেশে দেশে বাঙালি অধ্যুষিত শহরগুলোতে প্রবাসী বাঙালিরা ড. ইউনূসের এই পুরস্কারপ্রাপ্তিতে আনন্দ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করছেন।

ইউনূসের নোবেল : উচ্ছ্বসিত কলকাতা

কলকাতা প্রতিনিধি

নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ড. ইউনূসকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কলকাতার সংবাদমাধ্যম। সব বাংলা সংবাদপত্রেই ইউনূসের নোবেল পাওয়ার খবর একাধিক প্রতিবেদনসহ প্রধান সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতা জুড়ে ছিলেন শুধুই ইউনূস। ছয় কলাম জুড়ে শিরোনাম ছিল, 'অমর্ত্যর পর আবার, হ্যাঁ এবারও বাঙালির নোবেল'। সঙ্গে মেয়ে দীনাকে জড়িয়ে ধরা ইউনূসের একটি বড় ছবি। পাশাপাশি রয়েছে এ সম্পর্কিত আরও খবর। পত্রিকাটি ইউনূসকে নিয়ে সম্পাদকীয়র পাশাপাশি প্রবন্ধ, পুরোনো সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ এবং ঢাকা প্রতিনিধির প্রতিবেদন ছেপেছে।

আজকাল পত্রিকা অবশ্য ব্যানার হেডিং করেছে, 'জয় বাঙালির! নোবেলজয়ী ইউনূস'। সঙ্গে ইউনূসের একটি বড় ছবি। ঢাকা থেকে পাঠানো মূল প্রতিবেদনের পাশাপাশি রয়েছে অমর্ত্য সেনের একটি ছোট্ট লেখা। রয়েছে অশোক দাশগুপ্তের সম্পাদকীয়। *বর্তমান* পত্রিকার প্রথম পাতায় গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে খবরটি। শিরোনাম লেখা হয়েছে, 'নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশের মহম্মদ ইউনূস'। বাংলা *দ্য স্টেটসম্যান* পত্রিকায় দ্বিতীয় প্রধান খবরের শিরোনাম ছিল 'শান্তির নোবেল বাঙালির হাতে'। *গণশক্তি* পত্রিকায় অবশ্য খবরটি প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে।

ইংরেজি সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে *দ্য হিন্দুস্তান টাইমস*-এর প্রথম শিরোনাম ছিল 'নোবেল ফর বাংলা পুওরম্যানস ব্যাংকার'।

বিশেষজ্ঞের মত: অর্থনীতিবিদ সুগত মারজিৎ বলেছেন, গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ দানের প্রক্রিয়াকে সার্থকভাবে রূপায়ণই ইউনূসের বিশিষ্টতা। বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ করে মহিলাদের সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনে ইউনূসের মডেলের গুরুত্ব অপরিসীম। অবশ্য ভারতের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, আমাদের দেশে সরকারি বন্ধকের শর্ত ছাড়া ঋণ দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। অধ্যাপক সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতে, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে ইউনূসের সাফল্যের মূল কারণ, তিনি এই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র মানুষের যূথবদ্ধ দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রটি তৈরি করতে পেরেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, এ ধরনের প্রকল্পগুলো ব্যবসায়িকভাবে সফল হতে পারে।

ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংকের নোবেল পুরস্কার

ভারতীয় পত্রিকায় ফলাও করে সংবাদ প্রকাশ

নয়াদিল্লি প্রতিনিধি

ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সংবাদ ভারতের পত্রপত্রিকা বেশ ফলাও করে প্রকাশ করেছে। তারা সম্পাদকীয়ও লিখেছে ইউনূস ও তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংককে নিয়ে। এ ছাড়া ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন ব্যাংকের নির্বাহীরা এ পুরস্কারকে ক্ষুদ্রঋণের এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা হিসেবে দেখেছেন।

ভারতের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* গতকাল শনিবার তাদের সম্পাদকীয়তে লিখেছে, 'বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংককে এবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে পুরস্কার কমিটি শান্তিতে অবদানের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ইউনূস বিশ্বের অন্যতম দরিদ্রতম এ দেশটির গরিব মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে গেছেন ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে। তার সমাজ

সম্পাদকীয়তে বলা হয়, কমিটি বুঝতে পেরেছে, বৃহৎ জনগোষ্ঠী তাদের ক্ষমতায়নের পথ খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সুফল ভোগ করতে না পারা পর্যন্ত টেকসই শান্তি অর্জন সম্ভব নয়।

এতে আরও বলা হয়, 'গ্রামের ক্ষুদ্রঋণগ্রহীতা, যারা প্রচলিত ব্যাংক ও অন্যান্য কোম্পানি থেকে কখনোই ঋণ পেতেন না, গ্রামীণ ব্যাংকের সংগ্রামের মূলে ছিল সেই সব মানুষ। সহযোগিতার অভাবে তারা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করতেন অথবা দাদন ব্যবসায়ীদের চক্রে আটকা পড়তেন। প্রচলিত ঋণব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের লাখ লাখ গরিব মানুষের, বিশেষ করে নারীর জীবনধারা বদলে দিয়েছে।'

ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী আইসিআইসিআই ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক নচিকেত মোর বলেন, বাজারব্যবস্থা যে খারাপব্যবস্থার দখলে নয়, তারই স্বীকৃতি এ পুরস্কার।

ড. ইউনূস নোবেল পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে আনন্দের বন্যা

আরশাদ মাহমুদ, *ওয়াশিংটন*

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল বিজয়ের খবরে যুক্তরাষ্ট্রে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। শুধু প্রবাসী বাংলাদেশিরাই নন, মার্কিন নাগরিকেরাও এ পুরস্কার পাওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানান।

শুক্রবার সন্ধ্যায় *প্রথম আলোর* এ প্রতিনিধি জাতীয় প্রেসক্লাবে প্রবেশ করলে কয়েকজন মার্কিন সাংবাদিক চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'অভিনন্দন, আরশাদ!' অবশ্যই এ অভিনন্দন আমাকে দেওয়া হয়নি। ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংককেই এ অভিনন্দন জানানো হয়। নয়াদিল্লিতে এপির সাবেক ব্যুরো প্রধান জেন ক্র্যামার বলেন, 'বাংলাদেশ ও ড. ইউনূসের জন্য কত বড় সুখবর এটা!'

ওয়াশিংটনে কর্মরত পোলিশ সাংবাদিক মার্তা ফিতা বলেন, 'যে মানুষটি দেশের জন্য এত বড় সম্মান বয়ে এনেছেন, তার জন্য সত্যিই তোমাদের গর্ব হওয়া উচিত।'

এ সুখবরটি আমি প্রথম পাই শুক্রবার খুব ভোরে। নিউইয়র্ক টাইমসের সেলিয়া ডুগার আমাকে টেলিফোনে এ কথা জানান। তিনি আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। সেলিয়া বলেন, 'আরশাদ, খবর শুনেছো নাকি?' তার কণ্ঠ কাঁপছিল। আমি কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে বললাম, 'কই, না তো। কী হয়েছে?' তিনি জানান, 'ড. ইউনূস নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন।'

নিউইয়র্ক টাইমসে ড. ইউনূসের ওপর সেলিয়া ডুগারের লেখা একটি বড় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য বড় পত্রিকায়ও তাকে নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করে।